# সূচিপত্র

১। ইমাম মাহদী (আ.): পরিচয় ও প্রেক্ষাপট

২। হাদীসসমূহে ইমাম মাহদীর আগমন

৩। আগমনের পূর্ব লক্ষণসমূহ

৪। বর্তমান বিশ্বের পরিস্থিতি ও মিল

৫। দাজ্জাল, ঈসা (আ.) ও মাহদী (আ.) — একটি ত্রিমাত্রিক সময়

৬। মাহদী (আ.)-এর নেতৃত্ব ও বৈশ্বিক পরিবর্তন

৭। ইসলাম পুনর্জাগরণ ও বিশ্ব শান্তি

৮। মাহদী (আ.) আসবেন কোথা থেকে? কবে?

৯। মুসলিম উম্মাহর করণীয়

১০। ভুল ধরণা, কল্পকাহিনি ও বিদআতের জবাব

১১। মাহদী (আ.) ও উম্মতের ঐক্য

১২। সত্যের বিজয় ও ইসলামের চূড়ান্ত জয়

১৩। বর্তমান মুসলিম জাতির আত্মসমালোচনা

১৪। প্রস্তুতির উপায় ও আমলের নির্দেশনা

১৫। কিয়ামতের পূর্ব প্রস্তুতি

১৬। ইমাম মাহদী ও ইসলামী খেলাফত

১৭। সাহাবীগণের ভাষ্যে মাহদী (আ.)

১৮। আধুনিক যুগে মাহদী আলোচনা ও বিভ্রান্তি

১৯। কুরআনের আলোকে ভবিষ্যদ্বাণীর বিশ্লেষণ

## ২০। উপসংহার: মাহদী (আ.) ও নতুন দিনের সূচনা

# অধ্যায় ১: ইমাম মাহদী (আ.) — পরিচয় ও প্রেক্ষাপট

## ইমাম মাহদী (আ.) কে?

**ইসলামের ইতিহাসে ইমাম মাহদী (আ.) এক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রতিশ্রুত মহান নেতা, যাঁর আগমন বহু সহীহ হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। তিনি এমন এক সময় আসবেন, যখন পৃথিবী হবে অন্ধকারাচ্ছন্ন—অবিচার, জুলুম, ফিতনা ও বিপর্যয়ে পরিপূর্ণ।**

## ইমাম মাহদী (আ.) কেমন হবেন?

**ইমাম মাহদী (আ.) হবেন এক সম্মানিত মুসলিম নেতা যিনি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বংশধর এবং আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত।**

**তাঁর নাম হবে “মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ”, ঠিক যেমন ছিল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নাম।**

**হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:**

**> “মাহদী আমার বংশধর। তাঁর নাম আমার নামের মতো হবে এবং তাঁর চরিত্র হবে আমার চরিত্রের মতো।”**

**— (আবু দাউদ, হাদীস: ৪২৮২)**

# তাঁর আগমনের পটভূমি

- ইমাম মাহদী (আ.) এমন এক সময়ে আবির্ভূত হবেন যখন বিশ্বজুড়ে থাকবে: ব্যাপক যুদ্ধ ও ধ্বংসযজ্ঞ
- মুসলিম উম্মাহর দুর্বলতা ও বিভাজন
- সত্য ও ন্যায়ের অভাব
- অপসংস্কৃতি ও পাপাচারের বিস্তার
- ইসলামবিরোধী শক্তির প্রভাব ও আধিপত্য

এই সংকটময় পরিস্থিতিতে ইমাম মাহদী (আ.) হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে বিশ্বপরিস্থিতিকে আমূল পরিবর্তন করবেন।

ইমাম মাহদী (আ.)-এর দায়িত্ব ও ভূমিকা

ইসলামের প্রকৃত রূপ প্রতিষ্ঠা করবেন

প্রথমে আরব দেশগুলোতে ইসলামী ভিত্তি মজবুত করবেন

খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন

ফিতনা, বিভ্রান্তি ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নেবেন

উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করবেন ও সঠিক পথে পরিচালিত করবেন

তাঁর আগমন: এক আল্লাহপ্রদত্ত রহমত

ইমাম মাহদী (আ.) শুধু রাজনৈতিক নেতা নন — তিনি হবেন আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত একজন ন্যায়পরায়ণ নেতা। তাঁর আগমন হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে উম্মাহর জন্য এক চূড়ান্ত রহমত, যিনি মুসলিম জাতিকে ঐক্যবদ্ধ ও সঠিক পথে পরিচালিত করবেন।

# অধ্যায় ২: হাদীসসমূহে ইমাম মাহদীর আগমন

ইমাম মাহদী (আ.) সম্পর্কে সরাসরি কুরআনে নাম উল্লেখ না থাকলেও বহু সহীহ হাদীসে তাঁর আগমন ও গুণাবলী সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিভিন্ন বিখ্যাত মুহাদ্দিস যেমন: ইমাম আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজাহ, হাকিম, বাযযার, আহমদ ইবনে হাম্বল এবং ইবনে খাযিমাহ —তাঁদের কিতাবে ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন সম্পর্কে বিস্তারিত হাদীস সংকলন করেছেন।

### ১. ইমাম মাহদী আমার আহলে বাইতের হবেন

> "মাহদী আমার আহলে বাইতের হবেন। আল্লাহ তাঁকে এক রাতেই (অর্থাৎ অল্প সময়ে) প্রস্তুত করবেন।"

— সুনান ইবনে মাজাহ, হাদীস: ৪০৮৫

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, ইমাম মাহদী হঠাৎ করেই নেতৃত্বে আসবেন, এবং তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী অলৌকিকভাবে প্রকাশ পাবে।

### ২. নাম ও বংশ: মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ

> "সে ব্যক্তি আমার নাম অনুযায়ী নামধারী হবে এবং আমার পিতার নাম অনুযায়ী তার পিতার নাম হবে।"

— আবু দাউদ, হাদীস: ৪২৮২

এই হাদীসের আলোকে অধিকাংশ আলেম একমত যে ইমাম মাহদী-এর নাম হবে মুহাম্মদ, এবং তাঁর পিতার নাম হবে আবদুল্লাহ।

### ৩. পৃথিবী জুলুমে ভরে যাবে, তখন তিনি আসবেন

> "পৃথিবী যখন জুলুম-অন্যায় দ্বারা পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন মাহদী এসে তা ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতায় পূর্ণ করবেন।"

— মুসনাদে আহমদ, হাদীস: ৬৫৮৯

এটি ইমাম মাহদী (আ.)-এর অন্যতম বড় বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর বুকে জুলুম যখন সীমা অতিক্রম করবে, তখনই তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

### ৪. উম্মাহ তাঁকে অস্বীকার করবে না

অনেক হাদীসে এসেছে যে তাঁকে উম্মাহ চিনতে পারবে এবং তাঁর প্রতি সম্মান দেখাবে। যদিও কিছু বিরোধিতা থাকবে, শেষমেশ অধিকাংশ মুমিন

তাঁকে মেনে নেবে।

## ৫. বাইতুল্লাহর পাশে তাঁকে বায়াত দেওয়া হবে

> "একটি সৈন্যদল কাবাঘর আক্রমণের উদ্দেশ্যে যাবে, কিন্তু মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী ‘বাইদা’ নামক স্থানে সে দলকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে।"

— সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৮৯৭

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়, ইমাম মাহদী (আ.)-কে মক্কা-তে কাবা শরীফের কাছে বায়াত দেওয়া হবে এবং তা কেউ জোর করে নয়, বরং মানুষ তাঁকে খুঁজে নিয়ে নেতৃত্ব দেবে।

---

## বিশেষ টীকা:

বিভিন্ন হাদীসে ইমাম মাহদী (আ.) সম্পর্কে বর্ণনা থাকলেও এ বিষয়ে কিছু জাল ও দুর্বল হাদীসও প্রচলিত রয়েছে। সুতরাং আমাদের উচিত কেবল সহীহ  হাদীসকেই গ্রহণ করা এবং প্র

সঙ্গ অনুযায়ী আলেমদের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করা।

## অধ্যায় ৩: ইমাম মাহদীর আগমনের পূর্ব লক্ষণসমূহ

ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন একটি বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যার পূর্বে কিছু নির্দিষ্ট লক্ষণ বা আলামত প্রকাশ পাবে। ইসলামী হাদীস ও ব্যাখ্যাগ্রন্থে এমন বহু পূর্বাভাসের কথা বলা হয়েছে, যা ইমাম মাহদীর আগমনকে ইঙ্গিত করে। এই লক্ষণগুলো কিছু বিশাল পরিসরের, আবার কিছু অত্যন্ত নির্দিষ্ট ও সময়ভিত্তিক।

এখানে আমরা এসব লক্ষণকে দুই ভাগে ভাগ করে দেখবো:

### ১. সাধারণ সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষণসমূহ

### ২. ফিতনা ও দাঙ্গার যুগে প্রবেশ

> হাদীসে বলা হয়েছে, “তোমাদের ওপর এমন ফিতনার যুগ আসবে, যেখানে বসে থাকা দাঁড়ানো ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে।”

— সহীহ বুখারী ও মুসলিম

### এই ফিতনার যুগে:

- মুসলিমদের মধ্যে বিভাজন হবে
- মুনাফিক ও কুফরি শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি পাবে
- সত্য-বলয় সংকুচিত হবে
- ইসলাম একটি নামমাত্র পরিচয়ে পরিণত হবে
- ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়া

> “তাদের মাঝে কুরআনের কেবল খোলস থাকবে, কেবল পড়া থাকবে, অর্থ ও নির্দেশনা থাকবে না।”

— মুসনাদে আহমদ

মানুষ নামাজ পড়বে, রোজা রাখবে, কিন্তু ইসলাম তার আধ্যাত্মিক শক্তি হারাবে।

নির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীমূলক লক্ষণসমূহ

## মক্কা ও মদিনার অস্থিরতা

ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের সময় মক্কা ও মদিনা রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে অস্থির হয়ে উঠবে। বাইতুল্লাহর নিকটে এক অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হবে—এমনকি হাদীসে এসেছে, একটি সৈন্যদল মক্কা আক্রমণের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে পথে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

খ. সিরিয়া, ইরাক ও মিসরের রক্তপাত

> “ইরাক, শাম (সিরিয়া), মিসরে সংকট দেখা দেবে... তারপর মাহদী আসবেন।”

— নুয়াইম ইবনে হাম্মাদের ‘ফিতান’ থেকে বর্ণিত

বর্তমানে এই দেশগুলোতে দীর্ঘকাল ধরে অস্থিরতা, যুদ্ধ ও বিদেশি হস্তক্ষেপ চলছে, যা অনেক আলেম ইমাম মাহদীর আগমনপূর্ব লক্ষণ হিসেবে দেখেন।

**গ. এক “কালো পতাকার বাহিনী” খোরাসান অঞ্চল থেকে আসবে**

**> “খোরাসান অঞ্চল থেকে কালো পতাকা উঠবে, আর কেউ তাদের থামাতে পারবে না যতক্ষণ না তারা মাহদীকে নেতৃত্ব দেয়।”**

**— মুসনাদে আহমদ, হাদীস: ৭৯০৩**

**খোরাসান বর্তমান আফগানিস্তান, পূর্ব ইরান ও কিছু পাকিস্তানি অঞ্চলকে নির্দেশ করে।**

**---**

**৩. বর্তমান বিশ্ব ও লক্ষণগুলোর মিল**

**মুসলিম বিশ্বে ঐক্যের অভাব**

**ধর্মকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার**

**মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ ও উত্থান-পতন**

**ইসলামবিরোধী শক্তির দাপট**

**সত্য-মিথ্যার বিভ্রান্তিকর প্রভাব**

**প্রযুক্তির অশুভ ব্যবহার ও তথ্য-ভিত্তিক ফিতনা**

**এই সবই ইঙ্গিত**

**করে যে, আমরা হয়তো সেই সময়ের কাছাকাছি চলে এসেছি—যে সময় ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন হবে।**